দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

বিএনপিপন্থীরা অংশ নেননি

জাবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে সাধারণ শিক্ষকদের প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী

জাবি সংবাদদাতা ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে উপাচার্যবিরোধী সাধারণ শিক্ষকদের প্যানেল থেকে সভাপতি পদে অধ্যাপক আমীন মোহাম্মদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক পদে অধ্যাপক নাসিরউদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। উপাচার্য সমর্থক জামায়াত ও কট্টর

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

জাবি শিক্ষক সমিতি

(৮-এর পাতার পর)

বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা সমিতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে কোন প্যানেল জমা না দেয়ায় মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক সিকান্দার দারা শামসুদ্দীন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত অন্যরা হলেন সহসভাপতি ড. নূরুল আলম, কোষাধ্যক্ষ ড. স্বপন কুমার ধর, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আলী আকন্দ; সদস্য ড. অজিত কুমার মজুমদার, ড. খায়রুল বসর, ড. তাহামিনা আফরোজ, ড. আফছার উদ্দিন, মোহাম্মদ কামরুল আহসান, ড. নুরুল আলম খান, মোঃ শওকত আলী, হারুন অর রশীদ খান, ড. সুভাষ চন্দ্র দাস ও ড. সৈয়দ মোহাম্মদ কামরুল আহসান। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ জানুয়ারি শিক্ষক সমিতির ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরপর উপাচার্যের সমর্থক জামায়াত ও কট্টর বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শিক্ষক সমিতির নব নির্বাচিত শিক্ষকরা বলেন, শিক্ষক সমিতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ ও নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রবহির্ভূত কার্যক্রম। সাম্প্রতিক সময়ে ডিন, সিন্ডিকেট, শিক্ষা পর্ষদ ও অর্থ কমিটির নির্বাচনে উপাচার্যপন্থীদের ব্যাপক ভরাডুবি সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচনে উপাচার্যপন্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং এ নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কার কারণেই উপাচার্যপন্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি বলে ধারণা করা হচ্ছে।